দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ... 27 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

মাল্টিমিডিয়া পাঠদান ব্যাহত

বরিশালে বিদ্যুৎবিহীন ৯৯৯ স্কুল

আল মামুন, বরিশাল *

বিদ্যুৎবিহীন বরিশালের ৯৯৯ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রচণ্ড দাবদাহেও বৈদ্যুতিক পাখা ছাড়াই ক্লাস করতে হয় এসব স্কুলের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে। মেঘলা দিনেও অন্ধকারের মধ্যে ক্লাস করতে হয় শিক্ষার্থীদের। এমনকি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও পদ্ধতিতে পাঠগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে, পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করার বিষয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছে।

বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৯৫১ ও নতুন জাতীয়করণকৃত স্কুলের সংখ্যা ৫৬২টি। এর মধ্যে বরিশাল সদর উপজেলায় ৪১, উজিরপুরে ১৩৯, গৌরনদীতে ৫৮, বাকেরগঞ্জে ১৯৬, বানারীপাড়ায় ৭০, মুলাদীতে ১১৫, মেহেন্দিগঞ্জে ১৮৯, বাবুগঞ্জে ৭২, হিজলায় ৫৯ ও আগৈলঝাড়া উপজেলায় ৬১টি স্কুলে বিদ্যুৎ নেই। যার কারণে অফিসিয়াল কাজ থেকে শুরু করে পাঠদানও ব্যাহত হচ্ছে। এমনকি বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম কার্যক্রম মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমও বিদ্যুৎ না থাকার কারণে চালু করা যাচ্ছে না। ফলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান ও গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা।

বরিশাল সদর উপজেলার উত্তর-পশ্চিম চরআইচা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাশেদ মিলন জানান, তার স্কুলে বিদ্যুৎ নেই। স্কুলের মাঠ থেকে বিদ্যুতের লাইন গেলেও দূরের পোস্ট থেকে বিদ্যুৎ নিতে হবে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। সেখানে অনেক টাকার দরকার হবে, তাই বিদ্যুতের জন্য আবেদনও করা হয়নি। তিনি বলেন, এখন সব কাজেই বিদ্যুৎ প্রয়োজন। প্রচণ্ড গরমেও শিশুরা ক্লাস করে। মেঘলা আকাশ হলে অন্ধকারের মধ্যে ক্লাস করতে হয়। তাতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান ও গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে।

মেহেন্দিগঞ্জ পৌরসভার দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুনা লায়লা জানান, পৌরসভার মধ্যে তার স্কুল হওয়ার পরও বিদ্যুৎ নেই। ইতোমধ্যে তিনি বিদ্যুতের জন্য টাকা জমা দিয়েছেন।

আল আমিন ও নুসরাত জাহান নামে ওই স্কুলের দুই শিক্ষর্থী জানান, বিদ্যুৎ নেই তাদের স্কুলে। মাল্টিমিডিয়া নামে কোনো ক্লাসরুম আছে কিনা তাও তাদের জানা নেই।

সম্প্রতি বরিশাল জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে 'দুর্যোগে পাব না ভয়, দুর্যোগকে আমরা করব জয়' স্লোগানে দুর্যোগ (জলোচ্ছ্বাস) মোকাবিলায় বিশেষ সেমিনারে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. কাজী আলিম উল্লাহ জানান, মেহেন্দিগঞ্জের বেশ কয়েকটি স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার জন্য টাকা বিদ্যুৎ অফিসে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না। নানাভাবে টালবাহানা করছে।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ড. গাজী সাইফুজ্জামান পল্লি বিদ্যুতের পরিবর্তে সোলার বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগের উপ-পরিচালক এসএম ফারুক জানান, বরিশালের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে এখনো বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়নি। তবে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ না থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই পাঠদান ও অফিসিয়াল কাজে একটু ব্যাঘাত ঘটছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সম্পর্কে তিনি বলেন, এখনো সব স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হয়নি। পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও মাল্টিমিডিয়া স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো হবে।